ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 139 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৯ ● কলকাতা ● ০৯ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ২৪ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রোজগার মেলার মাধ্যমে ৫১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করলেন

কলকাতা, ২৩ মে, ২০২৬

কেন্দ্রীয় সরকারের মিশন মোড নিয়োগ অভিযানের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আজ কলকাতার শিয়ালদহ রেল স্টেশনের বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে ১৯তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা সম্বোধিত দেশব্যাপী রোজগার মেলা কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত হয়, যার মাধ্যমে দেশজুড়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৫১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়।

কলকাতার এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও, এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান চলাকালীন জানানো হয় যে, বিভিন্ন রোজগার মেলার মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশব্যাপী ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে, যা যোগ্য

এরপর 5 পাতায়

পর্ব 298

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঈশ্বরীর জ্ঞান অন্যদের বিতরণ করার প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঈশ্বরীর জ্ঞান তো আমারই মেলেনি, তাহলে বিতরণ করার প্রশ্নই আসে না। কোন জিনিস না পেলে কি করে বিতরণ করা যায়? অন্যদিকে, এই গুরুদেবও কিছু দেওয়ার কথা বলছেন না, আর বিতরণের কথা বলছেন। যেমন যেমন ভাবতে লাগলাম, আমার গম্ভীরতা বাড়তে লাগল।

ক্রমশঃ

ভাল তৃণমূল', 'খারাপ তৃণমূল' বাছাই করবে বিজেপি? খুলবে দরজা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই তৃণমূল ছেড়ে ছোট বড় অনেক নেতাই রাতারাতি বিজেপি হয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলবদলের এই হিড়িক আটকাতে অবশ্য প্রথম থেকেই কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এমন কি, আপাতত অন্য দল থেকে যোগদান বন্ধ রাখারও নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের বহু পরাজিত প্রার্থীর মুখেই বিজেপি-র প্রশংসা শোনা গিয়েছে। তৃণমূল অন্যান্য অনেক নেতাও দলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিজেপি-তে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত বিজেপি কাদের জন্য দরজা খোলে, সেটাই এখন দেখার।আগামী দিনে দলবদলে ইচ্ছুক তৃণমূল নেতাদের জন্য দরজা খোলা হলেও কী নিতে হবে দলের? শনিবার দিল্লিতে এই প্রশ্নেরই জহাজ দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'যে তৃণমূল নেতারা চুরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তাঁদের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধ। কিন্তু তৃণমূলেও কিছু ভাল মানুষ আছেন। যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে মুখ খুলতে পারেননি, অথবা মুখ খুলে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা বিজেপির দরজায় কড়া নাড়লে দল নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে। কিন্তু তাঁদেরও দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

প্রসঙ্গত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পরই দলের নেতা কর্মীদেরও কড়া বার্তা দিয়েছিলেন শমীক ভট্টোচার্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল, তৃণমূল নেতাদের মারধরের মতো অভিযোগ ওঠায় বিজেপি নেতাদের সংযত হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। যে নেতা, কর্মীরা দলের নির্দেশ মানবেন না, তাঁদের দল থেকে বের করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য।

রাজ্যকে টাকা পাঠাল কেন্দ্র, দুই খাতে মঞ্জুর হল কত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আর তার পরই এল সুখবর। পশ্চিমবঙ্গকে টাকা পাঠাল কেন্দ্র। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকাও চলে এসেছে আজ। এতদিন যে টাকা বকেয়া পড়েছিল, তাও শীঘ্রই চলে আসবে বলে আশাবাদী রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে আরও মেডিক্যাল কলেজ খোলার অনুরোধও করেছে রাজ্য। শুভেন্দু জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ থাকবে। বর্তমানে রাজ্যের চার প্রশাসনিক জেলা- আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ হয়নি। এর জন্য জমি-সহ কেন্দ্রকে প্রস্তাব পাঠাতে চলেছে নতুন সরকার। উত্তরবঙ্গে AIIMS গড়ে তোলা নিয়েও প্রস্তাব পাঠানো হবে। কেন্দ্রের তরফে রাজ্যে তিনটি টিম আসতে চলেছে, চিকিৎসকদের ইন-হাউস ট্রেনিং দেবে তারা। শুভেন্দু জানিয়েছেন, বাংলায় নবনির্মাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে 'অর্থ কোনও সমস্যা হবে না' বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন নাড্ডা।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, সেই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। (Suvendu Adhikari)

শনিবার নবান্নের সভাঘর থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানেই রাজ্যবাসীকে সুখবর দেন তিনি। বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য অত্যন্ত খুশির খবর। ন্যাশনাল হেলথ

এরপর ৩ পাতায়

শান্তনুর বিলাসবহুল কান্দির বাড়িতে লুকিয়ে সোনার ভাণ্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহার মুর্শিদাবাদের কান্দির বিলাসবহুল বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তুতি শুরু করে দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সোনা পাপ্পুর মামলায় ইতিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর থেকেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল প্রাক্তন পুলিশকর্তার কান্দির বিপুল সম্পত্তি।এছাড়াও শুক্রবার সোনা পাপ্পুর মামলায় তিনটি জায়গায় তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। তল্লাশি চলে কলকাতা পুলিশের এক সাব ইনস্পেক্টরের (এসআই) বাড়ি এবং চক্রবেড়িয়ায় অতুল কাটারিয়া নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও। আর এই তল্লাশি চলাকালীনও প্রচুর সোনা উদ্ধার হয়েছে। দুই জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য তিন কোটি টাকার কাছাকাছি হবে বলে দাবি তদন্তকারীদের। এছাড়াও আরও বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এরমধ্যেই শুক্রবার সেই বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। কান্দির বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকে

তল্লাশি চালান তাঁরা। একইসঙ্গে কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গাতেও তল্লাশি চালানো হয়। আর এই তল্লাশিতেই প্রায় দু'কেজিরও বেশি সোনা উদ্ধার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। এছাড়াও প্রচুর নগদ এবং সম্পত্তির কাগজপত্র উদ্ধারও করা হয়েছে।

জমি জবরদখল, প্রতারণার মামলায় তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনুকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোনা পাপ্পুর সঙ্গে যোগসাজস-সহ একের পর এক অভিযোগ তদন্তে উঠে এসেছে। জানা যায়, মুর্শিদাবাদের কান্দিতে প্রাক্তন পুলিশকর্তার পৈতৃক বাড়ি। কান্দি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি। সেখানেই শুক্রবার তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। যদিও তল্লাশির আগে দীর্ঘক্ষণ বাড়ির চাবি না পাওয়ায় বাইরে অপেক্ষা করতে হয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে চলে তল্লাশিতে।

জানা যায়, কয়েকবছর আগেও বাড়িটির অবস্থা একেবারে ভগ্নদশা অবস্থায় ছিল। কিন্তু কয়েকবছরেই ছবিটা বদলে যায়। রাতারাতি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

শান্তনুর বিলাসবহুল কান্দির বাড়িতে লুকিয়ে সোনার ভাণ্ডার

বিলাসবহুলভাবে তৈরি করা হয় সেটিকে। জানা যায়, বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল টাকা সোনা পাপ্পুর কাছ থেকে যায়। এরপরেই বাড়িটির বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া ইডি শুরু করেছেন। অন্যদিকে কান্দি বিএলআরও অমিত বিশ্বাস শুক্রবারই জানিয়েছেন, "প্রায় পঞ্চাশ শতক জমি রয়েছে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নামে।" সূত্রের খবর, এই বাড়ি ছাড়াও আরও বেশ কিছু সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে শান্তনুর। সেই সমস্ত নথিপত্র ব্লক ভূমি-সংস্কার আধিকারিক তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেন। এছাড়াও এই তল্লাশিতে বিপুল সোনার হদিসও তদন্তকারীরা পেয়েছেন।

স্থানীয়দের দাবি, এই বাড়িতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস মাঝেমধ্যে আসতেন। এই বাড়িতে থাকতেন তাঁর বোন গৌরী সিনহা বিশ্বাস। তিনি তৃণমূল পরিচালিত কান্দি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। বাড়ির তিনটি ঘর ছিল গৌরীর হেফাজতে। শান্তনু বাকি যে ঘরগুলিতে তালাবন্ধ রেখেছিলেন, সেগুলি থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। ওই বাড়িতে সাতটি দুই টনের এসি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড যুক্ত নেটওয়ার্ক কানেকশন রয়েছে। দীর্ঘ ৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাচীরের উপর রয়েছে কাঁটাতার। চারিদিকে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি। কলকাতায় বসে নিজের মোবাইলের মাধ্যমে কান্দির প্রাসাদের উপর শান্তনু নজরদারি চালাতেন বলে জানিয়েছে ইডি।

গত সাত দিনে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির সংখ্যা ছাড়াল ৭০

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেউ কেউ অবশ্য ভোট-পরবর্তী বা পূর্ববর্তী হিংসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁরা সকলেই তৃণমূল। গত সাত দিনে ৭০ জনের বেশি। ধৃতদের মধ্যে 'বড় মুখ' অবশ্যই প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। দুর্নীতি মামলায় তিনি ইডির হাতে গ্রেফতার হলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন কাউন্সিলর গ্রেফতার হয়েছেন পুলিশের হাতে। শুধু শনিবারই রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অন্তত ১৬ জন গ্রেফতার হয়েছেন। কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান-সহ দু'জনের গ্রেফতারির পর এ বার প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিজেপি কর্মীকে তৃণমূল কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এ বার বিধানসভা ভোট মিটতেই দিনহাটার বিজেপি কর্মী অজয় অধিকারীকে মারধর করা হয়। তাঁকে প্রাণে মেরার হুমকি দেন দিনহাটা-২ ব্লকের বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবরঞ্জন বর্মণের বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন তৃণমূলের ভবরঞ্জন। কিন্তু বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। দিনহাটা আদালতের সরকারি আইনজীবী নিহাররঞ্জন গুপ্ত বলেন, ''অজয় অধিকারী সাহেবগঞ্জ থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলঘোষণার পর ভবরঞ্জন বর্মণ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছেন এবং ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। সেই টাকা না দেওয়ায় তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ভবরঞ্জনকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে হাজির করায়।''কেউ কেউ অবশ্য ভোট-পরবর্তী বা পূর্ববর্তী হিংসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁরা সকলেই তৃণমূল। গত সাত দিনে ৭০ জনের বেশি। ধৃতদের মধ্যে 'বড় মুখ' অবশ্যই প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। দুর্নীতি মামলায় তিনি ইডির হাতে গ্রেফতার হলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন কাউন্সিলর গ্রেফতার হয়েছেন পুলিশের হাতে। শুধু শনিবারই রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অন্তত ১৬ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

শনিবার কলকাতা এবং বিধাননগর জুড়ে গ্রেফতার হয়েছেন সাত জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সম্রাট বড়ুয়া। বিধাননগর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এই তৃণমূল কাউন্সিলর প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তোলাবাজির অভিযোগে বাগুইআটি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। এ ছাড়াও তৃণমূল নেতারা গ্রেফতার হয়েছেন হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং কোচবিহারে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গুরুপদ মাঝি এবং তাঁর ভাই রাজু মাঝি। গ্রামীণ হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা মারধর এবং দোকানপাট, বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

হুগলির দাদপুর থানার পুলিশ হারিট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আলতাব হোসেন মল্লিককে গ্রেফতার করেছে শনিবার। ২০২১ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসায়

এরপর ৫ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাজ্যকে টাকা পাঠাল কেন্দ্র, দুই খাতে মঞ্জুর হল কত?

মিশনের আওতায় ভারত সরকার আমাদের জন্য ২১০৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করলেন। চলতি অর্থবর্ষের জন্য মঞ্জুর হয়েছে এই টাকা। এর এক চতুর্থাংশ, ৫০০ কোটি টাকা এই মুহূর্তে আমাদের ট্রান্সফার করল ভারত সরকার। ২১০৩ কোটির মধ্যে ৫০০ কোটি পেলাম।নাড্ডার সঙ্গে নিজের কথোপথনও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য "২৩-২৪ এবং ২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিগত সরকার টাকা নেয়নি। সেই অর্থের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম। উনি বলেছেন, ২১-২২-এর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাননি। স্বাস্থ্যসচিব এবং অর্থসচিব ৩০মে-র মধ্যে পাঠিয়ে দিলে ২৩-২৪ এবং ২৪-২৫ অর্থবর্ষের টাকা রিইমবার্স করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

পাশাপাশি, 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পেও কেন্দ্রের তরফে পশ্চিমবঙ্গে জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি জানিয়েছেন, ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৩০০০ কোটি টাকার বেশি মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। ১৫তম ফিনান্সের টাকাও আসতে চলেছে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। সেই মতো পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা চূড়ান্ত হচ্ছে।

কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ নিয়ে বিগত সরকারের কম টানাপোড়েন হয়নি। ২০২১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর, এ রাজ্যের বিজেপি নেতাদের কথাতেই টাকা আটকে রাখা হয়েছে বলে বার বার অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে এদিন শুভেন্দু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে আপনাদে জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অধ্যায় শুরু করতে চলেছে বর্তমান সরকার। এর সুফল কিছু দিনের মধ্যেই পেতে শুরু করবেন আপনারা।

সম্পাদকীয়

খড়গপুরে দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃক আয়োজিত হল ১৯তম রোজগার মেলা

কেন্দ্রীয় সরকারের দেশব্যাপী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগের অংশ হিসাবে দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশন আজ ১৯-তম রোজগার মেলার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক সম্বোধিত জাতীয় রোজগার মেলা কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত ছিল, যার মাধ্যমে দেশজুড়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৫১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়।

খড়গপুরের এই অনুষ্ঠানে রেল, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র, ডাক বিভাগ (Postal Department), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI)- সহ বিভিন্ন সংস্থায় নির্বাচিত ১৮২ জন সফল প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর এবং পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি বিপণন এবং প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী দিলীপ ঘোষ। এই উপলক্ষে উপস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলের পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন খড়গপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (DRM) শ্রী ললিত মোহন পাণ্ডে, অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ADRM) শ্রী বাবুল বর্মন, সিএমএস (CMS), ডিপিও (DPO) এবং অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সুশাসনের লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বর্তমান সরকারের অধীনে দেশের পরিবহন ও রেল পরিকাঠামো নজিরবিহীন প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, ভারত মহাকাশ প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (artificial intelligence) এবং ড্রোন প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি করছে, পাশাপাশি, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার করছে। তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রধান পরিকাঠামোগত উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিচালনা, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেন প্রকল্পগুলি, যেগুলিকে তিনি একটি দ্রুত উন্নয়নশীল ভারতের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন।

শ্রী ঘোষ আরও জানান, খড়গপুর বিমানবন্দরকে অসামরিক বা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্নত করার একটি প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে, যা আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে।

রোজগার মেলা উদ্যোগটি বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বচ্ছ নিয়োগ, যুব ক্ষমতায়ন এবং জাতি গঠনের ওপর সরকারের ক্রমাগত অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌদ্দতম পর্ব)

মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আমরা কল্পতরু আর কল্পনা যাই বলি না কেন মনের বিশ্বাস এই জন্ম নিয়েছে দেবি কুল, এই দেবী কুল এর একটি অংশ নাগমাতা আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান। প্রাচীন একটি কাব্যগ্রন্থ, মনসা দেবীর ইতিকথা যতটুকু ইতিবৃত্ত করা আছে। সে কথাগুলো আজ এই লেখাতে সমৃদ্ধি না করলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।মঙ্গলকাব্য হল খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় রচিত মনসা ও অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রবিতে হলদিয়াতেও প্রশাসনিক বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার হলদিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন তিনি। জেলায় গিয়ে এটি তাঁর তৃতীয় প্রশাসনিক বৈঠক। জানা গিয়েছে, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক-সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।তারপর রবিবার বিকেল ৬টা নাগাদ হলদিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মূলত হলদিয়ার বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলি। সেই বৈঠকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। পুলিশ আধিকারিকরাও থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রমিকদের বিষয়েও আলোচনা হবে বলে খবর।এই বৈঠকের আগে নন্দীগ্রামে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নন্দীগ্রামে প্রথম জনসভা করবেন শুভেন্দু।

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা শনিদেবের মধ্যে ছিল চিরন্তন ভাবে। একজন মানুষকে যেভাবে অত্যাচার, অবিচার অনাচার, করলে তার ভিতরে যেমন ক্রোধ তৈরি হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

গত সাত দিনে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির সংখ্যা ছাড়াল ৭০

অভিযুক্ত তিনি। পাশাপাশি, হুগলির কোন্নগর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলর বাবলু পাল ওরফে খোকন গ্রেফতার হয়েছেন। সরকারি জমি দখল করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরি, অবৈধ ব্যবসা এবং সরকারি জমির নকল দলিল তৈরি করে বিক্রি করার মতো গুরুতর সমস্ত অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে বাবলুকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, আগেও অনেক বার পুলিশ-প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু বাবলু অদ্ভুত ভাবে ছাড় পেয়ে গিয়েছেন। বিস্তর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এতদিন পুলিশ কেন ব্যবস্থা নেয়নি সেনিয়ে প্রশ্ন তোলেন ধৃত তৃনমূল কাউন্সিলর সম্পর্কে বিজেপি বিধায়ক বলেন, ''২০ বছর ধরে সরকারি জমি দখল করে রেখেছিলেন। বেআইনি নির্মানে আবার বুলডোজ়ার চলবে এখানে। আর তার খরচ নেওয়া হবে তৃনমূল কাউন্সিলরের থেকেই।'' তাঁর সংযোজন, ''উনি এলাকার মানুষকে হুমকি দিতেন তার এক পকেটে নাকি পুলিশ আর এক পকেটে চেয়ারম্যান স্বপন দাস আছেন। কত বড় পকেট জানি না। তবে সেই পকেট এ বার সিল করে দিলাম।''

নদিয়ার আড়ংঘাটায় গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা রমজান আলি মণ্ডল। হাবেভাব দেখে 'আড়ংঘাটার শাহজাহন শেখ' বলে কটাক্ষ করতেন বিরোধীরা। তৃণমূল জমানায় এলাকায় 'প্রভাবশালী' বলে পরিচিত ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে সমান্তরাল প্রশাসন চালাতেন রমজান। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার থেকে অন্যের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি, ওই এলাকায় কেউ বাড়ি বা দোকান নির্মাণ করতে গেলে তাঁদের রমজানের 'সিন্ডিকেট' থেকেই চড়া দামে বালি, সিমেন্ট, পাথর কিনতে হত বলে অভিযোগ। ওই এলাকার বাসিন্দা রাজকুমার চৌধুরীর আড়ংঘাটা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে রমজানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। তার পরেই গ্রেফতার কার হয়েছে রমজানের 'ডানহাত' প্রদীপ সাঁতরাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতদের হেফাজতে চেয়ে শনিবারই রানাঘাট আদালতে হাজির করিয়েছে ধানতলা থানার পুলিশ।

মুর্শিদাবাদেরই বড়এঞায় গ্রেফতার হয়েছেন আর এক 'দাপুটে' তৃণমূল নেতা। তাঁর বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক যুবকের উপর হামলার অভিযোগ। ধৃত আবু বক্কর একাধিক অপরাধমূলক মামলায় জড়িত বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, কিছু দিন আগেই বড়এঞার কুলি চৌরাস্তা এলাকায় সেলিম বারি নামে এক যুবককে তিনি খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ধৃত তৃণমূল নেতা কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জেসমিন আহমেদের স্বামী। কুলি চৌরাস্তা সাধারণ বিদ্যাপীঠে অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবেও কর্মরত ছিলেন তিনি।

অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বড়এঞা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে আবুবাক্কারকে গ্রেফতার করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে কুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে ভোটের সময় সন্ত্রাস, অন্য সময়ে দুর্নীতি এবং তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য শেখ কামরুদ্দিন। কয়েক দিন আগে পাণ্ডবেশ্বরের ছোড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। শনিবার রাতে গ্রেফতার হলেন সদস্য। ধৃত ব্যক্তি পাণ্ডবেশ্বর দক্ষিণ শ্যামলা কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদকও বটে।

কামরুদ্দিনের দাবি, তিনি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তাঁকে গ্রেফতার করিয়েছে বিজেপি।

(১ম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রোজগার মেলার মাধ্যমে ৫১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করলেন

প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার "বিকশিত ভারত ২০৪৭"-এর রূপকল্পের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই লক্ষ্য অর্জনে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ভূমিকার কথাও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে, যার মধ্যে রাজ্যে ১০০টিরও বেশি অমৃত ভারত রেল স্টেশনের উন্নয়ন এবং ছয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রী মজুমদার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, একটি "ডবল ইঞ্জিন সরকার" প্রতিষ্ঠার পর, জমি অধিগ্রহণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বাধা বা জটিলতা ছাড়াই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে যাবে, যা রেল ও পরিকাঠামো নির্ভর প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন সক্ষম করবে।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রোজগার মেলার মতো উদ্যোগের সাহায্যে দেশের যুবসমাজকে একটি নতুন দিশা ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করে চলেছেন। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং মেধা-ভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকারের কথাও উল্লেখ করেন তার ভাষণে।

শ্রী অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া ভারতের সংরক্ষণের বিধান এবং সাংবিধানিক নীতিগুলির সাথে সংগতি রেখে পরিচালনা করা প্রয়োজন। তিনি স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকুরিপ্রার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার গুরুত্বের ওপর-ও জোর দেন।

এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গে চলমান রেলের উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলির কথাও তুলে ধরা হয়। জানানো হয় যে, রেল মন্ত্রক রাজ্যের জন্য ৬১টি রেল প্রকল্প অনুমোদন করেছে, পাশাপাশি, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করা দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত জমি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

জোকা-দমদম মেট্রো করিডোরের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়, যেখানে আধিকারিকরা জানান যে, প্রকল্পটির কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

অনুষ্ঠানটি উন্নত ও স্বনির্ভর ভারত গড়ার বৃহত্তর রূপকল্পের অংশ হিসাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বচ্ছ নিয়োগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর সরকারের ক্রমাগত গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টিকে প্রতিফলিত করেছে।

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(সপ্তম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবং অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত সামুদ্রিক করিডোর গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।

ছ. স্থানিক পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়ন বিষয়ক সমঝোতা স্মারকের অধীনে গঠিত একটি 'যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী'-র মাধ্যমে সুস্থায়ী নগর উন্নয়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিনিময়ের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করা। কঠিন বর্জ্য ও জল ব্যবস্থাপনা, বৃত্তাকার অর্থনীতি, সক্রিয় নাগরিক যাতায়াত ব্যবস্থা, শূন্য নির্গমন পরিবহন ও চার্জিং পরিকাঠামো এবং নগর জীবনে স্থায়িত্ব ও সুশাসন - এই

(৪ পাতার পর)

বিষয়গুলোর আওতায় সহযোগিতার বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে।

৬. প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

ক. সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দুটির আন্তর্জাতিক সামরিক সহযোগিতা বিষয়ক অধিদপ্তরগুলোর মধ্যে একটি সুসংগঠিত যৌথ ত্রি-বাহিনী (স্থল, নৌ ও বিমান) মিথস্ক্রিয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা; যার লক্ষ্য হবে প্রতিরক্ষা শিল্প ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মধ্যকার সহযোগিতাসহ দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতার সমন্বয় সাধন করা।

খ. নৌ মহড়াগুলোতে পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং আইএফসি- আইওআর-এ সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনমাফিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

গ. ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নেদারল্যান্ডসের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করা; যার উদ্দেশ্য হলো 'ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগ' (আইপিওআই) এবং 'ভারত মহাসাগরীয় নৌ সিম্পোজিয়াম' (আইওএনএস)-এর কাঠামোর আওতায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রকদুটির মধ্যে সামরিক প্ল্যাটফর্ম ও সরঞ্জাম বিষয়ক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র বা উপায় অন্বেষণ করবে।

ঙ. দুই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে একটি 'প্রতিরক্ষা শিল্প রোডম্যাপ' প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করা; যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক সংগঠন—'সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারার্স' (এসআইডিএম) এবং 'নেদারল্যান্ডস ইন্ডাস্ট্রি ফর ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি' (এনআইডিভি)—এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা শিল্প ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মধ্যেকার সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

চ. 'পারস্পরিক লজিস্টিক সহায়তা চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মহড়া চলাকালীন সামরিক ইউনিট বা দলগুলোকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।

৭. নিরাপত্তা সহযোগিতা

ক. প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জ্ঞান-নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মত অন্যান্য বিষয়সহ - ঐতিহ্যবাহী ও অ-ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তা বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

খ. দ্বিপাক্ষিক সাইবার সংলাপ ও সম্পৃক্ততাকে জোরদার করা; যার লক্ষ্য হলো পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে বর্ধিত সাইবার সহযোগিতা বিষয়ক উদ্দেশ্যপত্র -এর বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সাইবার হুমকি ও সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টা চালানো।

গ. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা জোরদার করা। এর অংশ হিসেবে হুমকির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম অনুশীলন বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করা এবং জাতিসংঘের মঞ্চে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কনভেনশন' গ্রহণের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করা।

ঘ. একটি 'পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি' এবং একটি নতুন 'প্রত্যর্পণ চুক্তি' চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া।

ঙ. 'ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগ' (আইপিওআই)-এ নেদারল্যান্ডসের সদস্যপদ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮. অভিবাসন, যাতায়াত এবং কনস্যুলার বিষয় সম্পর্কিত

ক্রমশঃ

রবিতে হলদিয়াতেও প্রশাসনিক বৈঠক

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, হলদিয়ায় প্রশাসনিক সভার আগে রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ নন্দীগ্রামে যাবেন তিনি। সেখানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পরে নন্দীগ্রামে এটি তাঁর প্রথম সভা। নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজ সংলগ্ন মাঠে সভা হবে। সভা ঘিরে চলছে জোরদার প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা, নন্দীগ্রামের আইসি শুভব্রত নাথ, তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল, বিজেপি নেতা অভিজিৎ মাইতি-সহ অন্যান্যরা। মেঘনাদ পাল বলেন, "নন্দীগ্রামের ঘরের ছেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। এই কারণেই নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজ সংলগ্ন মাঠে তাঁর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।"

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে গত শনিবার নন্দীগ্রামে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের রোয়াপাড়ার নিজের কার্যালয়ে যান তিনি। দলের বিধায়ক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জনকুমার, পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা-দের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। জেলার যে সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে সেগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের নন্দীগ্রামে যাচ্ছেন তিনি।

সিনেমার খবর

‘দ্য রয়্যালস সিজন ২’-এ নেই ভূমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নেটফ্লিক্সে আবারও ফিরছে জনপ্রিয় সিরিজ 'দ্য রয়েলস' এর দ্বিতীয় পর্ব। তবে মিড-ডে-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিজিটি দ্বিতীয় পর্বে থাকছেন না অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। প্রথম সিজনের সমালোচনার জেরে এই প্রজেক্ট থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে জানা গেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, শো-টি একটি ভিন্ন দিকে মোড় নেবে, যেখানে ঈশানের ঝলমলে প্রেমময় জীবনের চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হবে।

সিরিজটির সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম সিজনে ঈশান খট্টরের সঙ্গে ভূমির রোম্যান্স বড় জায়গা জুড়ে থাকলেও, পরের পর্বে নির্মাতারা রাজপরিবারের অন্দরের রাজনীতি এবং পারিবারিক জটিলতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন। আমরা প্রথম সিজনটি একটি অমীমাংসিত প্রেমের সম্পর্কে শেষ করেছিলাম। এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভূমির সঙ্গে কোনো মতবিরোধও হয়নি। নির্মাতারা দ্বিতীয় সিজনে গল্পটিকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন। প্রথম পর্বের পর সমালোচনার মুখে পড়া পেডনেকার মিড-ডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। এই অভিনেত্রী বলেন, শোরগোল এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, আমি আমার নিজের সৃজনশীল কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। যখন আপনাকে প্রতিদিন বলা হয়,আপনাকে আপনার নিজের মতো দেখতে লাগছে না, তখন তা আপনার ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আমি অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রতিবেদন অনুসারে, ভূমি অন্যান্য প্রকল্পেও মনোযোগ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। অন্য একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, নেটফ্লিক্সের জন্য ইমরান খানের বহু প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তনমূলক ছবিতে ভূমি তার বিপরীতে অভিনয় করতে চলেছেন। বর্তমানে গোপন রাখা এই প্রকল্পটি বেশ কিছুদিন ধরেই নির্মাণাধীন রয়েছে। তিনি 'দলদল ২'-এর কাজও শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ এবং নূপুর আস্থানা পরিচালিত 'দ্য রয়্যালস'-এ জিনাত আমান, সাক্ষী তানওয়ার, নোরা ফাতেহি, বিহান সামত, ডিনো মোরিয়া এবং মিলিন্দ সোমানের মতো একঝাঁক তারকা অভিনয় করেছেন। গত বছরের ৯ মে সিরিজটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়।

কাজে সফল হওয়ার ‘মন্ত্র’ জানালেন অমিতাভ বচ্চন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন ৮৩ বছর বয়সেও কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা তা অনেক মানুষের কাছেই অনুপ্রেরণা। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলেও এখনো একই রকম শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করে আসছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত ব্লগ লেখা, ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং নতুন ভাবনা শেয়ার করে নেওয়াও তার নিত্য অভ্যাস।

কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর শৃঙ্খলাই একজন মানুষকে আলাদা করে তোলে, তার প্রমাণ বিগবি। বারংবার সেই বার্তাই দিয়ে আসছেন অমিতাভ বচ্চন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। সামাজিক মাধ্যমে নিজের ব্লগে আবার কাজের নীতি ও জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজের দীর্ঘ ভাবনার কথা লিখলেন এ বর্ষীয়ান অভিনেতা।

সম্প্রতি নিজের ব্লগে মনোসংযোগ ও সময় নষ্ট না করার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন অমিতাভ বচ্চন। এ কিংবদন্তি অভিনেতা বলেন, কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখা আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে একবার সময় কাটাতে শুরু করলে কখন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, তা বোঝাই যায় না। শুধু সামাজিক মাধ্যমই নয়, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা কখনো কখনো পরিবারের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটানোও কাজের ক্ষেত্রে মনোসংযোগ নষ্ট করতে পারে।

অমিতাভ বচ্চন বলেন, সম্প্রতি তিনি স্টিভ জোবসের একটি মন্তব্য পড়েছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন, জীবনে সফল হতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ‘ফোকাস’। তিনি বলেন, মানুষ যখন নিজের লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে চারপাশের নানা বিষয়ে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়ে, তখনই কাজের ক্ষতি হতে শুরু করে।

এ বর্ষীয়ান অভিনেতার এমন মন্তব্যে ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। অনেক নেটিজেন মনে করেন, অমিতাভ আসলে বর্তমান ডিজিটাল যুগের বাস্তব সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। যদিও অভিনেতা কোথাও সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি। বরং কাজের সময় কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার কথাই বলতে চেয়েছেন বলে অনেক নেটিজেন মনে করেন।

যে ছবিতে নায়িকার পারিশ্রমিক ছিল সালমানের চারগুণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের শীর্ষ তারকা সালমান খান এখন চড়া পারিশ্রমিক নিলেও ক্যারিয়ারের শুরুতে এক সিনেমায় নায়িকার চেয়ে কম পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পাওয়া ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া ছবিতে এই ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন সূত্রের বরাতে জানা যায়, ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য সালমান খান পেয়েছিলেন মাত্র ২৫ হাজার রুপি। অন্যদিকে নবাগত অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী একই সিনেমায় পারিশ্রমিক পান ১ লাখ রুপি, যা সালমানের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ভাগ্যশ্রী। তিনি জানান, এটি পুরোপুরি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ছিল এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণে চাহিদা ও সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভাগ্যশ্রী বলেন, একজন শিল্পী যতই পরিশ্রম করুন না কেন, প্রযোজক বা পরিচালক যদি মনে করেন অন্য কাউকে দিয়ে কাজটি করানো সম্ভব, তাহলে তারা সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে শিল্পীরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি ওই পারিশ্রমিকে কাজ করবেন কি না।

তিনি আরও বলেন, কাজের সুযোগ পেতে অনেকেই কম পারিশ্রমিকে রাজি হয়ে যান, যা পারিশ্রমিক সমতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সুরাজ বারজাত্য পরিচালিত ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া ছিল ভাগ্যশ্রীর প্রথম সিনেমা। সালমান খান এর আগে মাত্র একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। মুক্তির পর ছবিটি বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য পায় এবং সালমান খান, ভাগ্যশ্রী, অলোক নাথ, রিমা লাগু, মনীশ বহেল অভিনীত এই সিনেমা দুই তারকাকেই এনে দেয় জনপ্রিয়তা।

বড় রানে হেরেও লিগ টপার কোহলিরাই, কোন অঙ্কে ফাইনাল খেলার দৌড়ে আরসিবি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লক্ষ্য বিশাল। ২৫৬ রানের। কিন্তু ১০ ওভারের পর সেই রান তাড়া করার চেষ্টাও করল না আরসিবি। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এমনই এক অবাক কান্ড দেখলেন দর্শকরা। আরসিবির ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছিল, তাদের ব্যাটাররা ২৫৬ নয়, ১৫৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমেছেন। এই ম্যাচের পরেই অনেক প্রশ্ন উঠছে। কেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক খেলতে দেখা গেল না রজত-ক্রুণালদের? ২৫৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমে আরসিবি শেষ করল ২০০ রানে। কিন্তু কেন? এর পিছনে উঠে আসছে অঙ্ক।

গতকাল ম্যাচ শুরুর আগে পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে ছিল আরসিবি, দুই নম্বরে গুজরাট ও তিন নম্বরে সানরাইজার্স। সানরাইজার্স যদি আরসিবিকে প্রথমে ব্যাট করে ৮৯

রানের মধ্যে হারায় ও পরে ব্যাট করে ১১ ওভারের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলে, তাহলেই আরসিবিকে সরিয়ে এক নম্বরে উঠে আসবে সানরাইজার্স। কিন্তু যেহেতু গতকাল প্রথমে ব্যাট করে সানরাইজার্স তুলেছিল ২৫৫ রান, তাই তাদের ১৬৬ রানের মধ্যে অল আউট করতে হত আরসিবিকে। কিন্তু সানরাইজার্স সেই রানের মধ্যে অল আউট করতে ব্যর্থ হয়। পয়েন্টস টেবিলে এক নম্বরে থাকতে আরসিবির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬৬ রান। সেই মতো শুরু থেকে আক্রমণ করা শুরু করলেও পাওয়ার প্লে-র পর সেই লক্ষ্যের দিকে না গিয়ে ১৬৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলা শুরু করে আরসিবি। শেষ অবধি তারা ২০০ রান তুলতে সমর্থ হয়।

যদিও ৫৫ রানে হেরেও এই অঙ্কের কারণেই পয়েন্ট তালিকার এক নম্বরে রয়ে গেল আরসিবি। জিতেও হায়দরাবাদ রইল তিন নম্বরে। ফলে, প্রথম কোয়ালিফায়ারে আরসিবি খেলতে নামবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে। যেহেতু এখনও চতুর্থ দল এখনও নিশ্চিত হয়নি, তাই এলিমিনেটরে হায়দরাবাদের প্রতিপক্ষ কে, তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে প্রথম কোয়ালিফায়ারে ধর্মশালায় রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি। এবং এই ম্যাচের জন্য কোনও রিজার্ভ ডে-ও নেই। ফলে, যদি বৃষ্টির কারণে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ ভেস্তে যায়, তাহলে পয়েন্ট তালিকার টপার হওয়ার দরুন ম্যাচ না খেলেই সিধে ফাইনালে চলে যাবেন কোহলিরা। তখন গুজরাট খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। তাদের প্রতিপক্ষ হবে এলিমিনেটর ম্যাচের বিজয়ী দল। এই নিয়মের ফলে কোয়ালিফায়ার ম্যাচে নামার আগেই চিন্তামুক্ত আরসিবি শিবির।

নেপালে ঐতিহাসিক সফরের পরিকল্পনা ইংল্যান্ডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নেপাল ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় যুক্ত হওয়ার পথে। হিমালয়ের দেশটিতে প্রথমবারের মতো সফরে আসতে পারে ক্রিকেটের পরাশক্তি ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ২০২৭-৩১ ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম (এফটিপি) চক্রে নেপালের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নেপাল ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে। গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে কোনো পূর্ণ সদস্য দেশের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয় করে ইতিহাস গড়ে নেপাল। তবে এখন পর্যন্ত কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে নেপালে সফর করেনি।

এদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেপালের অবস্থান আরও শক্ত হচ্ছে। গত মার্চে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড নেপাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (সিএএন) সঙ্গে পাঁচ বছরের কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি করে। ওই চুক্তির আওতায় ২০২৬-২৭ সালের শীত মৌসুমে নেপালে একটি সাদা বলের সিরিজ (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ও নেপাল প্রথমবার মুখোমুখি হয়। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে শেষ বলে ৪ রানে জয় পায় ইংল্যান্ড। ম্যাচটিতে নেপালি সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস দুই বোর্ডের মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনার সূচনা করে।

পরবর্তীতে নেপালের সাবেক অধিনায়ক ও সিএএন-এর সম্পাদক পারস খড়কা ভারতে ইসিবি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নেপাল ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে।

ইসিবি বর্তমানে ২০২৭-৩১ এফটিপি চক্রের সূচি চূড়ান্ত করতে অন্যান্য বোর্ডের সঙ্গে কাজ করছে। তবে চূড়ান্ত সূচি অনেকাংশে নির্ভর করছে আইসিসির বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কাঠামোর পরিবর্তনের ওপর। বিশেষ করে প্রতিটি সিরিজে ন্যূনতম দুটি টেস্ট রাখার নিয়ম বহাল থাকবে কি না, সেটিই বড় বিষয়।

ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড নেপালে একটি সংক্ষিপ্ত সাদা বলের সফরের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সফরে দুই বা তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সোমবার (১১ মে) কোচ লিওনেল স্কালোনির বাছাই করা এই প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এই প্রাথমিক তালিকা থেকেই শেষ পর্যন্ত ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল নির্বাচন করবে। ৩০ মে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কোনো ফুটবলার চোটে পড়লে এই তালিকা থেকেই বদলি নেওয়া হবে।

আর্জেন্টিনার ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফাকুন্দো কামবেসেস, সান্তিয়াগো বেলত্রান।

রক্ষণভাগ: অগুস্তিন জিয়াই, গঞ্জালো মনতিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, নিকোলাস কাপালদো, কেভিন ম্যাকঅ্যালিস্টার, লুকাস মার্তিনেজ কুয়াত্রা, মার্কোস সেনেসি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি, জার্মান পেজ্জেলা, লিওনার্দো বার্নেদি, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, লাউতারো ডি লেলো, জাইদ রোমেরো, ফাকুন্দো মেদিনা, মার্কোস আকুনিয়া, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, গ্যাব্রিয়েল রোহাস।

মধ্যমাঠ: ম্যাক্সিমো পেরোনে, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, গুইদো রদ্রিগেজ, আনিবাল মোরেনো, মিল্টন ডেলগাদো, অ্যালান ভ্যারেলা, এজেকুয়েল ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো ডি পল, এজেকুয়েল পালাসিওস, এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টার, জিওভানি লো সেলসো, নিকোলাস ডমিঙ্গুয়েজ, এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, ভ্যালেন্টিন বার্কো।

আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি, নিকোলাস পাজ, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো, থিয়াগো আলমাদা, টমাস আরান্দা, নিকোলাস গঞ্জালেজ, আলেহান্দ্রো গারনাচো, জুলিয়ানো সিমিওনে, মাতিয়াস সুলে, ক্লাউদিও এচেভেরি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নি, সান্তিয়াগো কাস্ত্রো, লাউতারো মার্তিনেজ, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ, হুলিয়ান আলভারেজ, মাতেও পেলেগ্রিনো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR